গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
(সরকারি মাধ্যমিক-১)
www.shed.gov.bd

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা-২০২২

যে সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে : সংশ্লিষ্ট সরকারি বিদ্যালয়ে এন্ট্রি শ্রেণিতে এবং আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে।

২. **শিক্ষার্থীর বয়স :** জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬+ বছর হতে হবে। পরবর্তী শ্রেণিসমূহে বয়স নির্ধারণের বিষয়টি ২০২২ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধারবাহিকভাবে প্রযোজ্য হবে। ভর্তির বয়সের উর্ধ্বসীমা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার্থীর বয়স নির্ধারণের জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৩. **শিক্ষাবর্ষ :** শিক্ষাবর্ষ হবে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৪. **ভর্তি কমিটি :** সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠিত হবেঃ

ক) ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি :

১	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সভাপতি
২	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	সদস্য
৩	পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা	সদস্য
৪	উপসচিব, সরকারি মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জেলা প্রশাসক, ঢাকার একজন প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পর্যায়ের)	সদস্য
৬	উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
৭	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৮	সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
৯	বিদ্যালয় পরিদর্শক (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
১০	বিদ্যালয় পরিদর্শিকা (ঢাকা অঞ্চল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা	সদস্য
১১	ঢাকা মহানগরীর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
১২	জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা	সদস্য
১৩	উপপরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

খ) জেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :

১	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২	সিভিল সার্জন	সদস্য
৩	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	সদস্য
৪	নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য

৫	জেলা সদরের সবচেয়ে পুরনো সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের নীচে নয়)	সদস্য
৬	আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৮	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৯	জেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

গ) উপজেলা পর্যায়ে ভর্তি কমিটি :

১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
৪	উপজেলাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকাগণ	সদস্য
৫	উপজেলা সদরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠতম প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা	সদস্য-সচিব

৫. **ভর্তির তারিখ ও ফি নির্ধারণ :**

৫.১ কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তি সংক্রান্ত তারিখ ও অনলাইন আবেদন ফি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে।

৫.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

৬. **ভর্তির জন্য আবেদন এবং শিক্ষার্থী নির্বাচনের পদ্ধতি :**

৬.১ ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

৬.২. ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমুহের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করবে। সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভর্তির আবেদন ও আবেদন ফি গ্রহণ এবং ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে । ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের পূর্বে তৃতীয় অন্য একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত সফটওয়ারের যথার্থতা যাচাইকরণ নিশ্চিত করতে হবে। লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তালিকা প্রস্তুত করার পাশাপাশি শূন্য আসনের সমান সংখ্যক অপেক্ষমান শিক্ষার্থীর তালিকাও প্রস্তুত করতে হবে। ভর্তি কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে নির্বাচিত শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে তালিকার ক্রমানুসারে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকাশিত অপেক্ষমান তালিকার ক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। শিক্ষাবর্ষের কোন সময়ে আসন শূন্য হলে প্রকাশিত অপেক্ষমান তালিকা থেকে ক্রমানুসারে ভর্তি করে আসন পূরণ করতে হবে।শিক্ষাবর্ষের কোন সময়ই প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে কোন ধরণের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে না।

৬.৩ ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে। উক্ত তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কমিটি কাগজপত্র যাচাইপূর্বক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.৪ সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনের জন্য ডিজিটাল লটারির বিষয়ে ঢাকা মহানগরীর ভর্তি কমিটি কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবে। ঢাকা মহানগরীর ভর্তি কমিটি জাতীয় পত্রিকায়/ওয়েবসাইট ইত্যাদিতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে

ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি/ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে পারবে।

৬.৫ যৌক্তিক কোন কারণে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তি কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত হতে না পারলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় লটারি প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম সম্পাদন করবে। তবে সেক্ষেত্রে লটারির দিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. **ঢাকা মহানগরীর বিদ্যালয়সমূহকে ক্লাস্টারে বিভক্তকরণ :** বিদ্যালয়সমূহের অবস্থান, শিক্ষার্থীদের সুবিধা/ অসুবিধা বিবেচনা করে ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি বিদ্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ক্লাস্টারে বিভক্ত করতে পারবে। শিক্ষার্থী প্রতি ক্লাস্টারের একই আবেদনে সর্বোচ্চ ০৫টি বিদ্যালয়ে ভর্তির পছন্দক্রম দিতে পারবে। তবে ডাবল শিফট স্কুলে উভয় শিফট পছন্দ করলে দুটি পছন্দক্রম সম্পাদন হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

৮. **শূন্য আসন নিরূপণ :** প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য আসনের চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারণ করবেন। ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্ধারিত সফটওয়্যারে তাঁর প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক শূন্য আসনের সংখ্যাসহ অন্যান্য তথ্য আপলোড করবেন।

৯. **ভর্তির আবেদন ও ফি :** অনলাইনে প্রতি আবেদন ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে গ্রহণ করতে হবে। সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং শিম/অডিট সেল/২৪৩/২০১১/৪৭৫ তারিখ : ০৬/০৭/২০১৪ অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদায় করা যাবে।

১০. **ডিজিটাল লটারী অনুষ্ঠান ও ফলাফল তৈরি :**

১০.১ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর লটারী অনুষ্ঠানের কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান আবেদন ও ডিজিটাল লটারির ফলাফল প্রকাশের যাবতীয় তথ্য ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটির নিকট প্রদান করবে।

১০.২ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরী ভর্তি কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে লটারির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১০.৩ সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদন ডিজিটাল লটারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রথম লটারির সমসংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে প্রথম অপেক্ষমান তালিকা নির্বাচন করতে হবে। পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে লটারীর মাধ্যমে দ্বিতীয় অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

১০.৪ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মহানগরীর ভর্তি কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিতদের তালিকা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং নির্বাচিতদের তালিকা নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিবে। কোন অবস্থাতেই নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকার বাইরে কাউকে ভর্তি করা যাবে না।

১১. **সংরক্ষিত কোটাঃ**

১১.১ ঢাকা মহানগরীর সরকারি বিদ্যালয় সংলগ্ন catchment area-র শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০% কোটা সংরক্ষণ করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারি বিদ্যালয়ের আওতাধীন catchment area নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে।

১১.২ মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে নাতি-নাতিনিদের ভর্তির জন্য ৫% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। মুক্তিযোদ্ধা কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে এবং ভর্তির সময় মূল কপি প্রদর্শন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুক্তিযোদ্ধা সনদ যথাযথভাবে যাচাই করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১১.৩ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণির মোট আসনের ১০% কোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

১১.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা থাকার শর্তে ভর্তির ক্ষেত্রে ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার ধরণ আবেদনের সময় উল্লেখ করতে হবে এবং প্রমাণস্বরূপ যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন দাখিল করতে হবে। কোন আসন শুন্য থাকলে তা অপেক্ষমান তালিকা থেকে পূরণ করতে হবে।

১১.৫ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের ক্ষেত্রে মহানগর, বিভাগীয় ও জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষ্য ২% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। যদি আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হয় সেক্ষেত্রে তাদের নিজেদের মধ্যে লটারি অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর দপ্তর প্রধানের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিজেস্ব দপ্তরের প্রধান হলে সেক্ষেত্রে তাঁর একধাপ উপরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১২. কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন যদি পূর্ব থেকে অধ্যয়নরত থাকে সে সকল সহোদর/সহোদরা বা যমজ ভাই/বোন কে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি আবেদন যাচাই-বাছাই করে ভর্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে এ সুবিধা কোন দম্পত্তির সর্বোচ্চ ০২ (দুই) সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৩. শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ড নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি হালনাগাদ করবে।

১৪. সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলিজনিত কারণে জেলা থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা/এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় বদলি হলে তার সন্তানকে সরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রমাণকসহ ভর্তি কমিটির সভাপতি বরাবর বদলির আদেশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে। তবে, আন্ত:জেলা/ উপজেলায় বদলিজনিত কারণে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের ভর্তির জন্য শ্রেণি কক্ষে স্থান সংকুলান সাপেক্ষে প্রতি শ্রেণিতে মোট আসনের ৫% অতিরিক্ত সংরক্ষিত থাকবে এবং সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী অগ্রাধিকার পাবে।

১৫. সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ ঢাকা বা অন্য কোন জেলায় পুনরায় বদলি হয়ে আসলে তাঁদের সন্তানদের পূর্বতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুনরায় ভর্তি করতে হবে।

১৬. শিক্ষার্থীকে একই শ্রেণিতে উভয় বিদ্যালয়ের সম্মতির ভিত্তিতে পারস্পরিক বদলি ভিত্তিক ভর্তি করা যাবে। এজন্য শিক্ষার্থী/অভিভাবক-কে সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটির সভাপতির নিকট আবেদন করতে হবে এবং এ নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট কমিটি ভর্তির বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭. বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকা/কর্মচারীগণের ভর্তির উপযুক্ত সন্তান সংখ্যার সমসংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষক মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালিকা হলে পার্শ্ববর্তী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। একইভাবে শিক্ষক

মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে এবং তার ভর্তি উপযুক্ত সন্তান বালক হলে পার্শ্ববর্তী সরকারি বালক বিদ্যালয়ে আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধান ও ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৮. কোন সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার সন্তান যে এলাকায় স্থায়ী হবে সে এলাকার সরকারি স্কুলে একবারের জন্য ভর্তির সুযোগ পাবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯. কোন সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী যার পিতা-মাতা নেই এমন শিক্ষার্থী কোন কারণে বাসস্থান পরিবর্তন করলে পরিবর্তিত এলাকায় একবারের জন্য তার সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০. সরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা মৃত্যুবরণ করলে অথবা দৈব-দুর্বিপাকে বর্তমান আবাসস্থল স্থানান্তর করা হলে একবারের জন্য সমশ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ভর্তি কমিটি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১. **ভর্তি প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ :** মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে অনলাইন আবেদন ফি হতে প্রাপ্ত অর্থ ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে।

২২. এ নীতিমালা প্রয়োগকালীন কোন অস্পষ্টতা/অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে তা দূরীকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৫/১২/২০২২
(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৩৭.০০.০০০০.০৭১.০৯.০০১.১১ (অংশ-১)-৪৫৬ তারিখ : ২০ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০৫ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি), মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/বিশ্ববিদ্যালয়/মাধ্যমিক-১/২/কলেজ, নিরীক্ষা ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ বিভাগ।
৬. চেয়ারম্যান,এন.টি.আর.সি.এ. বোরাক টাওয়ার, রেড ক্রিসেন্ট টাওয়ার, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মিরপুর, ঢাকা।
১১. ডেপুটি সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা

১২. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১৩. চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি.মতিঝিল, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা
১৬. জেলা প্রশাসক (সকল) ....।
১৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/যশোর/সিলেট/বরিশাল/কুমিল্লা/ চট্টগ্রাম/দিনাজপুর/ ময়মনসিংহ।
১৮. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১৯. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)........................।
২৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট ,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (নীতিমালাটি এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।
২৪. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, পলাশী-নীলক্ষেত,ঢাকা
২৫. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পলাশী-নীলক্ষে, ঢাকা
২৬. তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৭. পরিচালক/উপপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ/ বরিশাল/রংপুর/ সিলেট অঞ্চল।
২৮. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল) ....।
২৯. প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা ....।

০৫.১২.২০১২

(মোঃ মাসুম আহমেদ)
উপসচিব